বাংলাদেশের কওমি আলেমদের প্রতি একটি বিনীত বার্তা

প্রফেসর ড.
আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী

সংসদ সদস্য, ২৯২, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)
সদস্য, শেখ যায়েদ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান ট্রাষ্ট, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সদস্য, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
সদস্য, বাংলাদেশ-সৌদি আরব সংসদীয় মৈত্রীগ্রুপ।
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশের কওমি আলেমদের প্রতি একটি বিনীত বার্তা

প্রফেসর ড.
আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী

সংসদ সদস্য, ২৯২, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)
সদস্য, শেখ যায়েদ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান ট্রাষ্ট, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সদস্য, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
সদস্য, বাংলাদেশ-সৌদি আরব সংসদীয় মৈত্রীগ্রুপ।
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

arnadwibd@yahoo.com www.aburezanadwi.com aburezanadwimpctg15

CENTRAL LIBRARY
International Islamic University Chittagong
Accession No: .....
Date of Order:.....
Location:.....Source:.....
Date of Procurement:.....Price:.....

বাংলাদেশের কওমি আলেমদের প্রতি একটি বিনীত বার্তা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন– "দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের নাম।" হাদিসের অনুসরণে আমি একটি গুরত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রস্তুত করেছি। যার বিষয়বস্তু হলো সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সহিংস বিক্ষোভ আন্দোলন। আমার এ প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশ পেয়ে দেশের উলামায়ে কেরামের নিকট পৌছবে বলে আশা করছি। প্রবন্ধটি পয়েন্ট দিয়ে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। আশা করছি, উলামায়ে কেরাম উদার মন ও সচেতন অন্তঃকরণ দিয়ে তা পাঠ করবে।

১। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে রাষ্ট্রের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমনের বিরোধিতা করে হেফাজতে ইসলাম গত ২৬ ও ২৭ মার্চ যে সহিংস আন্দোলন, ভাংচুর ও হরতাল পালন করেছে তার কি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো? ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের আন্দোলন ও হরতালের বৈধতা কতটুকু? একদিকে গণতন্ত্রকে অস্বীকার, অপরদিকে গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হরতাল ও সহিংস আন্দোলন করাটা কি দ্বিচারিতা নয়? বিশ্বাস ও কর্মের বৈপরীত্য নয়? আন্দোলনের জন্য কি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির সময়টা ছাড়া অন্য কোন সময় পায়নি? এটি খুবই দুঃখের বিষয়। তদুপরি এ সহিংস ঘটনাগুলো এমন এক সময়ে ঘটলো যখন সারা বিশ্ব ভয়াবহ মহামারী ও অদৃশ্য বিপদের শিকার। অথচ এসময় আমাদের উচিত ছিলো, খুব বেশি আল্লাহমুখী হওয়া এবং বেশি-বেশি সালাতুল হাজত পড়া।

২। মোদি সাহেবের বাংলাদেশ আগমন কেন ঠেকাতে হবে? ওআইসিভুক্ত ৫৭টি মুসলিম দেশের কোন দেশে কি তাঁর ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে? না শুধু বাংলাদেশেই তাঁর আগমন নিষিদ্ধ করতে হবে? কেন? মোদি কর্তৃক ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও দাঙ্গার যে অভিযোগ আপনাদের পক্ষ থেকে আনা হচ্ছে, এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের কোনো প্রকারের সম্পর্ক নেই। কারণ, বাংলাদেশ সরকার ভারতের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে নাক গলানোর অধিকার রাখে না। রাসুল (সা.)-এর বাণী– "আর যদি তাও না হতে পারে (অন্যায়কে মুখ দিয়ে বাধা দেয়া) তবে যেন অন্তরে ঘৃণা করে।" মুসলমানদের উচিত ছিল এই হাদিসের আলোকে আমল করা। বলা বাহুল্য যে, ভারতের মাদরাসাসমূহের দ্বীনি ও ইলমি খেদমতের ক্ষেত্রে যে অবদান রয়েছে, বিশ্বের সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে এর তুলনা করা হলে, তবে ভারতের পাল্লা বহুগুণে ভারি পরিলক্ষিত হবে। তদুপরি এ কথা অনস্বীকার্য যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতের মুসলমানগণ যাবতীয় ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও রীতিনীতি অধিক স্বাধীনভাবে পালনে সক্ষম। আমরা স্বচক্ষে তা অবলোকন করেছি। এক্ষেত্রে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকতে পারে; তবে সেগুলো নগণ্য। অতএব এতদিন পর কেন এমন সঙ্গীন মূহুর্তে মোদি সাহবের ইস্যুটি উস্কে দিতে হবে? তাছাড়া কুরআনের ২৬টি আয়াত বাতিল করার মামলাটি ভারতের কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। এখন হেফাজতে ইসলামের অবস্থান কী হবে? বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ১৬ কোটি আর ভারতে ২৫ কোটির চেয়ে বেশি মুসলমান রয়েছে। অতএব বাংলাদেশের মুসলমানদের এমন কোনো কর্মে লিপ্ত হওয়া সমীচীন হবে না, যে কারণে ভারতের বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলে এবং ভারতের শত-শত মাদরাসা ও ইসলামি ঐতিহ্য হুমকির মুখে পড়ে। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও সেবায় ভারতের আলেমগণ মা-ওয়ারাউন্নাহার বা মধ্য এশিয়ার আলেমদের চেয়েও এগিয়ে রয়েছেন। আল্লামা ক্বারি তৈয়্যব (রহ.), যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের সর্বপ্রথম পরিচালক ও হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবীর পৌত্র, তিনি বলেছিলেন, "কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবে,-

পড়া হয়েছে মিশরে আর বোঝা হয়েছে ভারতে।" হেফাজতে ইসলামের নেতৃবৃন্দ চাইলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জনাব নরেন্দ্র মোদীর কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও যৌক্তিক দাবি পেশ করতে পারতেন। যেমন, বাংলাদেশের কওমি মাদরাসার ছাত্ররা যাতে দারুল উলুম দেওবন্দ ও নদওয়াতুল উলামায় বৈধভাবে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে এডুকেশন ভিসা চালু করা। বিষয়টি নিয়ে বিগত বছরগুলোতে কিছু কাজ করাও হয়েছিল। এছাড়াও উভয় দেশে বিষয়ভিত্তিক ইসলামিক কনফারেন্স আয়োজন এবং দুই দেশের আলেমদের অবাধ সফর বিনিময়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবি উত্থাপন করা যেতো।

৩। জিহাদ কী? জিহাদ কে ঘোষণা করবে? বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কি জিহাদের আবশ্যকতা রয়েছে? জিহাদ কি মুসলমানদের বিরুদ্ধে হয়? তারা কারা? সমাজ সংস্কারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম আবু হানিফার কর্মপদ্ধতি কী ছিলো? সমাজের প্রচলিত অন্যায়-অবিচার ও পাপাচারের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান কী ছিলো? রাসুল (সা.)-এর বাণী "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন অন্যায় ও পাপাচার দেখে সে যেন তার শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করে, যদি তা না পারে তবে যেন মুখে বাধা দেয়, আর যদি তাও না পারে তবে যেন অন্তরে ঘৃণা করে। এটি ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।" (সহিহ মুসলিম) এ হাদিসের আলোকে সালফে সালেহিন কী করেছেন? তাদের কর্মপদ্ধতি কী ছিলো? এসব বিষয় জানতে হলে পড়তে হবে সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) রচিত 'তারিখে দাওয়াত ও আযিমত' এবং 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ বিন ইরফান শহীদ"। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।" (সুরা বাক্বারা : ১৯৫) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ জানেন।'(সুরা আনফাল : ৬০)

নির্দেশসূচক বাক্যে জিহাদের শর্ত উল্লেখ করে এ আয়াতে কাদের সম্বোধন করা হয়েছে? যাদেরকে শত্রু বলা হয়েছে ওরা কারা, মুসলিম না কাফের? আয়াতটি এক সুনির্দিষ্ট উপলক্ষকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও এখানে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও খরচের জোগাড় না করে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে নিষেধ করা হয়েছে।

৪। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রচিত 'আল মুসলিমুনা ফিল হিন্দ', ওবাইদুল্লাহ আসআদী রচিত 'তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ' ও মানাযের আহসান গিলানী লিখিত 'সাওয়ানেহে কাসেমী' পড়ে দেখুন। শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) এর ঐতিহাসিক ফতোয়া, সায়্যিদ আহমদ বিন ইরফান শহীদ (রহ.)-এর সংস্কার আন্দোলন ও জিহাদ ঘোষণা, হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মাক্কী (রহ.), কাসেম নানুতুবী (রহ.) ও রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর সিপাহী আন্দোলন এবং শামেলীর ময়দানে তাদের জিহাদ, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) ও তাঁর ছাত্র শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর রেশমী রুমাল আন্দোলন কার বিরুদ্ধে ছিলো? এসব জিহাদ ও আন্দোলন কী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিলো নাকি ইংরেজদের? ১৮৫৭ সালের আগের ও পরের এসব জিহাদ ও আন্দোলনে কি মাদরাসা, এতিমখানা ও হিফজখানার ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছিলো? নাকি আলেম-ওলামা ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলো?

৫। আপনারা কি দেওবন্দিয়তের পরিচয় ভালভাবে জানেন? ১৯৮০ সালে দারুল উলুম দেওবন্দের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) দেওবন্দিয়তের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, দেওবন্দিয়ত হচ্ছে চারটি বিষয়ের সমন্বয় : (ক) তাওহিদ বা একত্ববাদ (খ) এত্তেবায়ে সুন্নাত বা সুন্নাতের অনুসরণ (গ) তা'আল্লুক মা'আল্লাহ বা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন (গ) এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করা। কতজন আলেম দেওবন্দের ইতিহাস পড়েছেন? কতজন উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলো পড়েছেন? আপনারা যদি দারুল উলুম দেওবন্দ ও আল্লামা তকী উসমনীর কাছে ফতোয়া চান, তারা কি এ সহিংস আন্দোলন ও হরতালের স্বপক্ষে ফতোয়া দেবেন?

দেওবন্দিয়তের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কারণ, আমার দাদা ছিলেন হযরত রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর প্রথম সারির ছাত্র, আব্বা ছিলেন হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর অন্যতম শিষ্য। তাঁরা উভয়ে তাঁদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।

৬। কেউ যেন আবার মনে না করে যে, শাহ অলিউল্লাহ (রহ.) থেকে শুরু হয়ে বর্তমান পর্যন্ত দেওবন্দিয়তের যে ধারা চালু রয়েছে এ আন্দোলনের ফলে তা শেষ হয়ে গেছে, দেওবন্দিয়তের মান ও মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কতিপয় সহিংস মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের কারণে দু'শ বছরের ইতিহাস ও অর্জন বিলীন হয়ে যেতে পারে না। কারণ, এই ধারার সিলসিলা সরাসরি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর সাথে সম্পৃক্ত।

৭। সহিংস কর্মকাণ্ড দ্বারা এদেশের দেওবন্দিয়তকে আপনারা প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। আমাদের মাথাকে নীচু করে দিয়েছেন। আমি গত ১২ বছর ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সরকারের নীতিনির্ধারক ও সংসদে দেওবন্দিয়ত সম্পর্কে কথা বলে আসছি। এখন আমি কী বলবো? আমার মাথা তো হেঁট হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আমি কীভাবে দেওবন্দিয়তের পক্ষে মুখ খুলবো? এ দেশে ইসলামের জন্য শেখ হাসিনা কী না করেছেন! ৫৬০টি মডেল মসজিদের নির্মাণ-প্রকল্প– যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বাস্তব রূপ পেয়েছে, ১০১০টি দারুল আরকাম মাদরাসা, আলিয়া মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং কওমি মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি প্রদান ইত্যাদি। তিনি আর কী করতে পারেন? দেওবন্দিয়তের জন্য শেখ হাসিনা যা করেছেন, পৃথিবীর কোন দেশে তা কেউ করেছেন কি? অথবা বাংলাদেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে কোন সরকার কি তা করেছে? দেওবন্দিয়তের পরিচয় ও আকাবিরে দেওবন্দের আদর্শ সম্বলিত একটি ছোট্ট পুস্তিকাও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৮। হেফাজতে ইসলামের মূল উদ্দেশ্যটা কী? হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আপনারা কি মুফতি আযীযুল হক (রহ.), খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.), মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.), মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব (রহ.), হাজী ইউনুস (রহ.)-সহ পূর্বসুরী আকাবিরদের নাম কখনো মুখেও নেন?

৯। বাংলাদেশের সর্বমোট জনসংখ্যা যদি ২০ কোটি ধরি, হেফাজতের আন্দোলন ও কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কি ২% এর বেশি হবে? ২% জনগোষ্ঠী নিয়ে কি আপনারা সরকার গঠন করতে পারবেন? এই ২% মানুষের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই এতিমখানা ও হেফজখানার শিশু-কিশোর ছাত্র। এসব ছাত্র আমাদের হাতে আমানত। আন্দোলনের নামে এ শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যত নষ্ট করার কথা কোন বিবেকবান মানুষ বলতে পারেন না। আপনারা কি এ দেশে ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনির স্টাইলে বিপ্লব ঘটাতে চান? আপনারা রাসুল (সা.) এর সীরাত আবার অধ্যয়ন করুন। কিতাবুল মাগাজি, কিতাবুস সিয়ার-সমূহ পড়ুন। ড. হামিদুল্লাহ লিখিত 'রাসুল (সা) কি সিয়াসী জিন্দেগী' পড়ুন। নিরপরাধ ও বেসামরিক লোকজনের ওপর হামলা, সরকারি সম্পদ, স্থাপনা ধ্বংস করা এবং বিশৃংখলা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা – কোনোটির অনুমোদন কি শরীয়ত দেবে?

১০। জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসুল (সা.) আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তাঁর জীবনাদর্শ, চরিত্র ও নৈতিকতা, মুসলিম ও অমুসলিমদের সঙ্গে তাঁর আচার-ব্যবহার আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের আচার-আচরণ দেখে ইসলামের শত্রু ও সাধারণ নিরপেক্ষ শান্তিপ্রিয় মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করবে? নাকি আমরা তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করছি? রাসুল (সা.) বলেছেন, "আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)। অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, "আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি" (ইবনে মাজাহ)।

আমাদের মাদরাসাগুলোতে কি সেরকম যোগ্যতাসম্পন্ন ও চরিত্রবান আলেম তৈরি হচ্ছে? এ ব্যাপারে হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর নির্দেশনা কী ছিল? রাজনীতির ব্যাপারে তিনি কী বলেছেন? হযরত থানভী (রহ.)-এর এ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ আমি ছাত্রজীবনে আরবিতে অনুবাদ করেছিলাম। ১৯৮৪ সালে সেটি নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত আরবি পত্রিকা "আর রায়েদ" এ প্রকাশিত হয়েছিলো। মাদরাসার ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে জড়িত করে কেন মাদরাসাগুলো ধ্বংস করে দিতে চান?

১১। এসব শিক্ষা আমি পেয়েছি বড়-বড় আলেমদের সোহবত ও সংস্পর্শে থেকে, যাঁদের অনেকের সরাসরি ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আবার অনেকের শিষ্যত্ব লাভ করতে না পারলেও তাঁদের মজলিশে বসে কথা শোনার ও উপকৃত হবার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী, শায়খ আবরারুল হক হারদুভী, শায়খ মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী, ক্বারী সিদ্দিক আহমদ বান্দবী, শায়খ এনামুল হাসান কান্দলভী, প্রথিতযশা মুহাদ্দিস হাবিবুর রহমান আযমী, আল্লামা শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ প্রমুখ। এছাড়াও গত শতাব্দীর আশির দশকের দিকে দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খ সাঈদ আহমদ পালনপুরী ও মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরের শায়খ ইউনুস-এর দরসে বসারও সৌভাগ্য হয় আমার। সত্তরের দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকের শুরুর দিকে হাটহাজারী ও পটিয়া মাদরাসায় শায়খ আব্দুল ওয়াহ-হাব ও খতীব আজম সিদ্দিক আহমদ-এর মজলিস থেকেও আমি উপকৃত হয়েছি। দেশের যেসব প্রথিতযশা আলেমের ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, শায়খ হাজী ইউনুস (রহ.), মুহাদ্দিস আমির হোসাইন (মীর সাহেব রহ.), শায়খ আলী আহমদ বোয়ালভী (রহ.), আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম (রহ.), শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, শায়খ আল্লামা আব্দুল হালিম বোখারী ও আমার পিতা আল্লামা আবুল বারাকাত মো: ফজলুল্লাহ (রহ.)। নব্বই দশকের প্রথম দিকে শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহ.)-এর বাসায় এবং

রিয়াদের দারুল ইফতায় তাঁর ইলম, আমল ও আখলাক থেকে উপকৃত হয়েছি প্রায় ১২দিন। আল্লামা ড. ইউসুফ কারজাভী-এর মজলিশে ও সান্নিধ্যে বহুবার বসার সুযোগ হয়েছে, তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। ২০০২ সালে একবার তিনি আমার চট্টগ্রাম শহরস্থ বাসায় এসে আমাকে ধন্য করেছিলেন। নিকট অতীত ও বর্তমান সময়ের এসব যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের কাছে আমি যা শিখেছি, তার সাথে আপনাদের সাম্প্রতিক কাজকর্মের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না। ছাত্রদেরকে এ ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করা এবং দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি কওমি মাদরাসাগুলো যে উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত করা কি কওমি মাদরাসা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয়?

১২। আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী ও মামুনুল হক কি দেওবন্দিয়তের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছেন? এভাবে দেওবন্দিয়তকে ধ্বংস করার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? আল্লামা আহমদ শফী (রহ.)-এর ইন্তেকালের কয়েকমাস পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে তা কীভাবে হলো, এর অন্তরালে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছে, কারা এর কলকাঠি নাড়ছে সবকিছু দলিল-প্রমাণসহ আমাদের জানা আছে। শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী (রহ.)-এর ওপর হামলার আদ্যোপান্ত আমাদের জানা। আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে যখন এদেরই একদল আমাকে তাঁর জানাযায় শরীক হতে দেয়নি। এ গর্হিত কাজের জন্য তারা কেউ কি কখনো সামান্য দুঃখপ্রকাশও করেছে? সেদিন আমাকে বারবার বলা হচ্ছিল, "আমিরুল মুমেনীনের অনুমতি ছাড়া আপনি জানাযায় শরীক হতে পারবেন না।" এটা কি ইসলামের আদর্শ? অথচ আমার সঙ্গে শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী (রহ.)-এর গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আনাস মদানী যতো বড় অপরাধীই হোক না কেন তার কি অধিকার ছিল না পিতার খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে জানাযার নামাজ পড়ার? অথচ আমার জানা আছে, সাতকানিয়ার সাবেক সংসদ সদস্য ও জামাতের গুরুত্বপূর্ণ নেতা সহ জামাতের অনেক নেতাকর্মী শুধু জানাযার নামাজ পড়েননি;-

বরং জানাযার নামাজ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বও দিয়েছেন এবং খাটিয়াও কাঁধে নিয়েছেন। এসময় শায়খুল ইসলামের হাজার হাজার ছাত্র ও মুরিদগণ কোথায় চলে গিয়েছিলেন? আর আমিরুল মুমেনীন কে ছিল তা কি একটু স্পষ্ট করবেন? আপনারা তো ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারীকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটি কি দেওবন্দিয়তের জন্য লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় নয়? দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি এমন লজ্জাজনক ঘটনা কি কখনো ঘটেছে? দেখুন এখন তার ভূমিকা কী?

১৩। মামুনুল হকের মধ্যে আকাবির ও মুরুব্বিদের কী চারিত্রিক সুষমা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমার জানা নেই। তার ব্যক্তিত্বে নীতি-নৈতিকতা, শালীনতা-ভদ্রতা, দাওয়াতী মানসিকতা এবং রাব্বানিয়াত কতটুকু আছে? উল্টো সাম্প্রতিক রিসোর্ট কাণ্ডে তার অন্যরকম এক চেহারা বেরিয়ে এসেছে। এহেন স্পর্শকাতর ও সঙ্গীন পরিস্থিতিতে একটি তারকা হোটেলে আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য যাওয়া কি একজন ইসলামি ব্যক্তিত্ব বা ইসলামিক লিডারের চরিত্র হতে পারে? মুসলিম শরিফের এক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, "হালাল স্পষ্ট ও হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয় যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয় হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহর সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়; যেকোনো মুহূর্তে সেই চারণভূমিতে তার পশু ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে।" হাদিসটি কি মামুনুল হকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না? তারপরও কি সে অনুসরণযোগ্য? যে লোক দেওবন্দিয়তের মানসম্মান ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে সে কি হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বদানের যোগ্যতা রাখে? অথচ এখনো আমাদের মাঝে আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, আল্লামা আব্দুল হালিম বোখারী ও আল্লামা মাহমুদুল হাসানের মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় নক্ষত্রতুল্য অনেক আলেম বেঁচে আছেন! ইসলামের শত্রুরা আজ দাঁত কেলিয়ে হাসছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে দেওবন্দিয়ত ও আলেমদের বিরুদ্ধে যেমন ইচ্ছে বলে বেড়াচ্ছে। আর আমরা তাদের বলার ও লেখার রসদ যোগান দিচ্ছি। এসব দেখতে-দেখতে আমি আজ দুঃখভারাক্রান্ত। বাংলাদেশের প্রাণপ্রিয় দেওবন্দি ঘরানার ভবিষ্যত নিয়ে উৎকণ্ঠিত। আমার সেই দুঃখ ও উৎকণ্ঠার কালিতে-লেখা কিছু প্রতিক্রিয়া ও নিবেদন আপনাদের সমীপে পেশ করছি।

এখন আমাদের করণীয় কী? আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী হতে পারে? আমরা এখন যা করতে পারি তা নিম্নরূপ :

ক. দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা এবং দারুল উলুম করাচীর নেসাবে তালিম বা পাঠ্যক্রম ও চিন্তাধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের মাদরাসাগুলোকে নতুনভাবে সাজানো।

খ. সালফে সালেহিন ও উপরিউক্ত মাদরাসাসমূহের কর্মপদ্ধতির আলোকে বাংলাদেশে যোগ্য ও চরিত্রবান আলেম তৈরি করার মিশন নিয়ে কাজ করা।

গ. মৌলিক ইসলামি জ্ঞানের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জন করা। আরবি, উর্দু ও ইংরেজির মতো বাংলা ভাষাতেও ইলমি, ফিকরি, দাওয়াতি ও ফিকহি গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করা। ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রেখে এ ধরনের সৃষ্টিশীল একাডেমিক কাজে নিমগ্ন রাখা।

ঘ. মাদরাসার সিলেবাসে 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে মাদরাসার ছাত্ররা স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানতে পারে। এছাড়াও সিলেবাসে অতিরিক্ত পাঠ্য হিসেবে বাছাইকৃত কিছু সাহিত্য, চিন্তাগঠনমূলক ও দাওয়াতি চেতনা সৃষ্টিমূলক গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করা ।

ঙ. ছাত্রদের আত্মশুদ্ধি এবং নৈতিকতা গঠনের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাবলীগ জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করা ও ছাত্রদের তাবলীগের কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা।

চ. যেহেতু দাওরা হাদিসের সনদকে মাস্টার্সের সমমান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তাই কওমি মাদরাসার ছাত্রদের নির্মিতব্য সরকারী মডেল মসজিদ কমপ্লেক্স, ইসলামি ব্যাংক, আলিয়া মাদরাসা এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারী চাকুরীতে কর্মসংস্থানের জন্য চেষ্টা-তদবির করা।

ছ. দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরব ও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কওমি মাদরসার ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করা।

জ. ভারতবর্ষের পূর্বসূরী আলেমগণ ও ইসলামি বিশ্বের নক্ষত্রতুল্য উলামায়ে কেরাম ইসলামি ও প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যে অবদান রেখে গেছেন, তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখার মতো একটি গবেষণামুখী প্রজন্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেয়া। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাঠ্যক্রম ইসলামিকরণ, ইসলামি সাহিত্য ও চিন্তামূলক এবং দাওয়াত ও গবেষণাপ্রধান সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করা।

ঝ. কুরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামের শাশ্বত সত্য ও সৌন্দর্য মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য কওমি মাদরাসার ছাত্রদেরকে যুগোপযোগী দা'ঈ হিসেবে গড়ে তুলার নিমিত্তে নানামুখী প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তার কথার চেয়ে আর কার কথা সুন্দর হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজে নেক আমল করে আর বলে- নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।" (সুরা ফুসসিলাত : ৩৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ''তোমার রবের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।" (সুরা নাহল : ১২৫) রাসুল (সা.) বলেন, "আমার একটি বাণী হলেও তোমরা মানুষকে পৌঁছে দাও।" বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসুল (সা.) বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার কথাগুলো অবশ্যই পৌঁছে দেবে।"

আমরা লক্ষ্য করছি যে, কওমি মাদরাসাগুলো ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না।

ছাত্রদের চিন্তা ও মনন গঠন এবং কাঙ্ক্ষিত তারবিয়াতের দিকটিও উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। রাজনীতিই যেন দিনদিন তাদের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। তিক্ত হলেও সত্য, এ রাজনীতির সঙ্গে রাসুল (সা.)-এর আদর্শের রয়েছে যোজন যোজন দূরত্ব। অথচ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সহকারে আলেম সমাজকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়া উচিত ছিল। (ক) বিশেষজ্ঞ ও গবেষক (খ) দক্ষ ফকিহ (গ) হাদিস বিশারদ (ঘ) তাফসির বিশারদ (ঙ) নিবেদিতপ্রাণ দাঈ (চ) লেখক ও সাহিত্যিক ।

ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে প্রত্যেক আলেমের জন্যই নিম্নোল্লিত গুণাবলি অর্জনে মনোনিবেশ করা অতীব জরুরি। (কেননা, প্রত্যেক দা'ঈর দ্বীনি দায়িত্ব হলো- এসব গুণাবলি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে আল্লাহর পথে 'বাসিরাত' (জেনে-বুঝে) সহকারে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বাবস্থায় নিবেদিতপ্রাণ থাকা) (ক) নিজের মিশনের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস (খ) আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক (গ) দাওয়াতের বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান (ঘ) নৈতিক দৃঢ়তা ও ইলম অনুযায়ী আমল (ঙ) পরিপূর্ণ সচেতনতা (চ) প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াতের পদ্ধতি (ছ) সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হওয়া (জ) মুসলমানদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা (ঝ) মানুষের দোষত্রুটি গোপন করা (ঞ) দাওয়াতের প্রয়োজনে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা, আবার দাওয়াতের প্রয়োজনে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা থেকে বিরত থাকা (ট) মানুষকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া এবং সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান দেয়া (ঠ) অন্যান্য দা'ঈর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও পরামর্শ করা।

(শায়খ আবুল হাসান আলী নদভীর রচনাবলি, ড. ইউসুফ কারজাভীর 'ছাক্বাফাতুদ দায়িয়া' ও আল বয়ানুনী রচিত 'আল মাদখাল ইলা ইলমিদ দাওয়াহ' তে এসব বিষয় আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।)

আজকের এ নিবেদনটি শেষ করছি হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস দিয়ে। রাসুল (সা.) বলেন, 'এই জাতি ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে যতদিন তারা সত্য কথা বলবে, ন্যায়-ইনসাফের সাথে শাসন পরিচালনা করবে এবং দয়াপ্রার্থীর ওপর দয়া করবে।'

আল্লামা ইকবালের কণ্ঠেও অনুরণিত হয়েছে প্রায়ই একই কথা। তিনি বলেন,

'শিখে নাও ফের সততা আর বিশ্বস্ততা ও বীরত্ব
তোমার কাছেই ফিরবে মুমিন, সারা বিশ্বের নেতৃত্ব!'

জানি, আমার এই 'বিনীত বার্তা' পাঠের পর আপনাদের অনেকেই আমার বিরুদ্ধে 'দুর্বিনীত' হয়ে ওঠবেন। আমাকে দোষারোপ করবেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবিধ অজ্ঞতাপ্রসূত মন্তব্যে আমার ব্যক্তিত্বকে জর্জরিত করবেন। সম্ভব হলে হয়তো আমার ওপর আক্রমণও করে বসবেন! জি, এসব অভিযোগ ও অসম্মানের ঝুঁকি মেনে নিয়েই বলছি, আমি এসবের কোনোকিছুরই পরোয়া করি না। সত্য বলছি এবং আমরণ সত্যের পক্ষে থেকে বাস্তবতারই মুখোশ উন্মোচন করে যাবো, ইনশাআল্লাহ!

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় তা হলো– কিছু গোষ্ঠী রয়েছে যারা হেফাজতে ইসলামের সাথে একাকার হয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিক্ষোভ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলো। এদের মধ্যে সবচেয়ে উগ্র গোষ্ঠীটির নাম হচ্ছে- 'মানহাজি গ্রুপ'। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

'মানহাজি' গ্রুপের পরিচিতি

'মানহাজিয়্যা' শব্দের অর্থঃ

'আল-কায়িদা'-নেতা উসামা বিন লাদেন ও সাংগঠনিক বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তাদের আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতাসমূহে 'মানহাজ' শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহার করতো। তারা বলতো: এটিই দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিশুদ্ধ 'মানহাজ' (পদ্ধতি)। এই অর্থেই উসামা বিন লাদেনের পক্ষ থেকে সংগঠনের উদ্দেশে যেসব দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য উদ্ধৃত রয়েছে, সেগুলো 'তাওজিহাত মানহাজিয়্যা' (মানহাজ বিবরণী নির্দেশনা) মর্মে পরিচিত। সুতরাং যারা ইসলামি রাজনীতি ও গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে, ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ বা যুদ্ধের প্রচারণা চালায় এবং যারা মানুষকে 'গাজওয়াতুল হিন্দ' (হিন্দুস্তানের যুদ্ধ) নামক যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান করে, যে যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী হবার পর কাঙ্ক্ষিত ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে– তারা-ই 'মানহাজি' হিসেবে পরিচিত।

মানহাজিদের উৎপত্তিঃ

এ দেশে 'মানহাজি' নামক দলটির উৎপত্তির মূলে রয়েছে মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজ সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গ, জামাতে ইসলামি, হিযবুত তাহরীর, হরকতুল জিহাদ, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, এবং জে.এম.বি সদস্যবর্গ। তারা তাদের দলীয় নেতাদের 'শায়খ' বলে অভিহিত করে।

মানহাজি আকিদা (বিশ্বাস):

* মানহাজিদের বিশ্বাস হলো- ইসলামি খেলাফত ও শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, যাতে করে মুসলমানদের হারানো গৌরবোজ্জ্বল অতীত ফিরিয়ে আনা যায়। তাদের দৃষ্টিতে যারা জিহাদ ও খেলাফতের বিরোধিতা করে, তারা 'তাগুত' (আল্লাহদ্রোহী অপশক্তি)।

অনুরূপভাবে যারা তাদের সহায়তা দেয় তারাও তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। আর যারা ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি কিংবা গণতন্ত্রের পথ বেছে নেয়, মানহাজিরা তাদের মুনাফিকরূপে চিহ্নিত করে। তাই তাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ সরকার 'তাগুত' ও সমস্ত ইসলামি দল মুনাফিক।

* তাদের আরেকটি ভয়ংকর মতবিশ্বাস হলো– সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রে জিহাদ ফরয। তাদের দৃষ্টিতে এসব রাষ্ট্র 'দারুল হারব' তথা যুদ্ধ-রাষ্ট্রে পর্যবসিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট শাসকবর্গ ধর্মান্তরিত হয়ে কাফের হয়ে গিয়েছে। কেননা তারা ইহুদি ও খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং রাষ্ট্রে কুরআনের আইন বাস্তবায়নের পরিবর্তে মানব রচিত আইন বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে। অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে কুরআনের আংশিক আইন বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ নেই। যেমন কুরআনের ভাষ্য: "তোমরা পূণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।" সুতরাং এসব তথাকথিত মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে হত্যা করা অপরিহার্য দায়িত্ব।

* মানহাজিরা তাদের কর্মতৎপরতার পেছনে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লালন করে তন্মধ্যে অন্যতম হলো- ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জোরপূর্বক দখল করে রাষ্ট্রদ্বয়ে ইসলামি খেলাফত কায়েম করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের বিশেষ শ্লোগান হলো: 'ইলহাক বিল-কাফিলা' (কাফেলায় যোগদান)। তাদের বিশ্বাস– এই কাফেলা হলো প্রতীক্ষিত ইমাম মাহ্দীর বরকতময় কাফেলা এবং এই কাফেলা-ই ভারতবর্ষে অভিযান চালিয়ে তথায় বিজয়ের ঝাণ্ডা উড্ডীন করবে। তাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলামি শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। তারপর সিরিয়ায় ইমাম মাহ্দীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। বস্তুতঃ তারা-ই ইমাম মাহ্দী ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী।

* তাদের বিশ্বাস- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ– এসব কুফুরি মতবাদ। অপরদিকে শরিয়তস্বীকৃত একমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো- খেলাফত ব্যবস্থা।

* আওয়ামীলীগ ও ভারত রাষ্ট্র হলো ইসলামের চরম শত্রু। সঙ্গত কারণেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয। আর তাদের সাথে জিহাদ করতে গিয়ে যারা প্রাণ হারাবে তারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

কওমি মাদ্রাসার উলামায়ে কেরামের অবস্থান

এ দেশে ছোট-বড়ো প্রায় ৫০ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্সের সমমান স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে। ফলে কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ একযোগে বাংলাদেশ সরকারকে এহেন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সাধুবাদ জানিয়েছে। তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যাবতীয় কল্যাণমূলক উদ্যোগকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে আসছে। শতকরা ৯০% ছাত্র ও আলেম-উলামা মানহাজিদের সহিংস বিপ্লবের বিরোধিতা করে। কারণ এ দেশের উলামায়ে কেরাম তাঁদের অন্তরে বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা লালন করেন এবং ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দকে সকল কওমি মাদ্রাসার কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে তাঁদের মধ্য থেকে ক্ষুদ্র সংখ্যক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন নামে আবির্ভূত হয়ে গোলযোগপূণ অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে, যাতে করে তারা ক্ষমতার মসনদ দখল করে নিতে পারে।

মানহাজিদের দাওয়াতি মিশন পরিচালনার কর্মপদ্ধতি

* কওমি মাদ্রাসা ও সরকারী মাদ্রাসা, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরকে টার্গেট করা এবং আল্লাহ রাস্তায় জিহাদের নামে তাদের মগজ ধোলাই করা। ছাত্রদের অন্তঃকরণে দ্বীনি অহমিকা ও ইসলামি আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার হীন প্রচেষ্টা চালানো। এমনকি তাদের অন্তরে এই বলে ঈমানের বীজ বপর করা হয় যে– এই দাওয়াতে সাড়া দিলে তারা ইমাম মাহ্দীর অনুগামী হবে এবং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্যনিষ্ঠ অনুসারীদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হবে।
* আওয়ামীলীগ ও ভারত সরকারের চলমান বিভিন্ন ইস্যুকে এমন বিকৃতাকারে উপস্থাপন করা, যাতে জনমনে সরকার বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়।
* তাদের রাজনৈতিক হীন স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে জনগণের মাঝে জিহাদ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও রাসুলের হাদিসের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটানো।
* ১৫-৩০ মধ্যবর্তী বয়সের যুবকদের টার্গেট করা।

তথ্যসূত্র:

লেখক: মাওলানা যুবাইর হোসাইন
বইসমূহ:
১- আল্লাহর হাকিমিয়্যাত ও পাকস্তিান-সংবিধান
২- স্বীকৃতি ও শোকরানা মাহফিল
৩- দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং
৪- দেওবন্দের শত্রু-মিত্র

লেখক: আলী হাসান উসামা
বইসমূহ:
১- মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী
২- জান্নাতের সবুজ পাখি

من أهم أساليب دعوة المنهجية ما يلي:

١- تحريض طلاب المدارس القومية، وطلاب الجامعات الحكومية والخاصة، وطلاب الكليات والمدارس الحكومية على الجهاد في سبيل الله، وإثارة النخوة الدينية والغيرة والحماسة الإسلامية في نفوسهم، وغرس الإيمان في قلوبهم بأنهم من متبعي الإمام مهدي ومن أخلص أتباع سيدنا محمد ﷺ.
٢- نشر بعض قضايا حزب عوامي ليغ وحكومة الهند، بشكل مثير للريب وبوجه شينع.
٣- إعداد أنفسهم لغزوة الهند.
٤- نشر آيات الجهاد وأحاديث الجهاد بين الناس لصالح أهدافهم السياسية.
٥- استهداف المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥-٣٠.

أهم المصادر والمراجع:

١- আল্লাহর হাকিমিয়্যাত ও পাকিস্তান-সংবিধান
(الحاكمية لله ودستور باكستان ، المؤلف: مولانا زبير حسين)
٢- স্বীকৃতি ও শোকরানা মাহফিল
(حفلة الاعتراف والشكر، المؤلف: مولانا زبير حسين)
٣- দারুল উলুম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং
(من دار العلوم إلى دار الأيتام ودار المساكين، المؤلف: مولانا زبير حسين)
٤- দেওবন্দের শত্রু ও মিত্র
(أعداء ديوبند وأصدقاؤها، المؤلف: مولانا زبير حسين)
٥- মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী
(يا باغي النفس المتحررة، المؤلف: علي حسين أسامة، المؤسس: مركز الإمام الشاه أنور الكشميري راج باري، داكا)
٦- (জান্নাতের সবুজ পাখি)
(طيور الجنة الخضراء، المؤلف: علي حسن أسامة، المؤسس: مركز الإمام الشاه أنور الكشميري راج باري ، داكا)

٣- ومن أهداف أنشطة الفرقة المنهجية التدخل في دولة الـهند ودولة بنغلاديش، وتأسيس الخلافة الإسلامية في كلتيهما، وشعارهم: (إلحاق بالقافلة)، ويظنون أن هذه القافلة قافلة الإمام المهدي، ويزعمون أيضا أن هذه القافلة تغزو الـهند وتنتصر عليها، ثم تؤسس الحكومة الإسلامية في الـهند، ثم تلتقي مع الإمام المهدي في الشام ، ويظنون أنهم من متبعي الإمام المهدي ومتبعي سيدنا عيسى عليه السلام.

٤- إيمانهم بأن الديمقراطية والشيوعية والعلمانية والوطنية مذاهب كفر ولا ديني، والنظام السياسي الوحيد الذي يسمح به الإسلام هو نظام الخلافة .

٥- وإن دولة الـهند وحزب عوامي ليغ عدوان لدودان للإسلام، يفترض الجهاد ضدهم، والذين يموتون في سبيل جهادهم هم شهداء في سبيل الله.

جذور الفرقة المنهجية:

تعود جذور الفرقة المنهجية إلى بعض المنتمين إلى المدارس والكليات، والجماعة الإسلامية، وحزب التحرير، وحركة الجهاد، وأنصار الله بنغلاتم، وأعضاء جي إم بي. ويسمون رؤساؤهم بـ"الشيخ".

موقف علماء المدارس القومية:

المدارس الإسلامية القومية التي يبلغ عددها حوالي ٥٠ ألف مدرسة -ما بين صغيرة وكبيرة-، والتي اعترفت بشهاداتها حكومة بنغلاديش، وتم اعتماد قانون مهم في البرلمان الوطني، وتمت معادلة شهادة دورة الحديث بالماجستير، فعلماؤها وطلابها يشكرون حكومة بنغلاديش على هذه المبادرة الطيبة البناءة، ويقدرون جهود رئيسة الوزراء شيخ حسينة تقديرا بالغا، إن العلماء والطلاب الذين يخالفون هذه الثورة العنيفة -وهم أصحاب عقيدة إسلامية سليمة- تبلغ نسبتهم حوالي تسعين في المائة ، ومرجعهم دار العلوم بديوبند بالـهند، إلا أن شرذمة قليلة أثاروا هذه الفتن للسيطرة على كرسي الحكومة.

اتضح مما سبق من السطور أن هناك طوائف اندمجت مع حفاظت إسلام التي حدثت على أيديهم هذه المظاهرات العنيفة، وفيما يلي يُذكر التعريف بأهم هذه الطوائف، وهي الفرقة المنهجية.

تعريف الفرقة المنهجية

مفهوم كلمة المنهجية:

كان أسامة بن لادن وعلماء منظمة (القاعدة) يستخدمون كلمة (المنهج) في خطاباتهم ومحاوراتهم، ويقولون: هذا هو المنهج الصحيح لإقامة الدين، وبذلك تسمي كلمات / مقالات ابن لادن بـ"توجيهات منهجية". فالذين يرفضون السياسة الإسلامية والديمقراطية، وينادون إلى الجهاد أو القتال لتأسيس الخلافة الإسلامية، والذين ينادون الناس للمشاركة في غزوة الهند التي ينتصر فيها المسلمون، ويتم تأسيس الخلافة الإسلامية يعرفون بـ"المنهجية".

عقائد المنهجية:

١- الإيمان بتأسيس الخلافة الإسلامية والحكومة الإسلامية، واسترداد المجد الفقيد للمسلمين، ومن يخالف الجهاد والخلافة يسمونه بـ"الطاغوت"، وكذلك من يساعدونهم فهم في حكم الطاغوت، والذين يريدون إقامة الحكومة الإسلامية عن طريق السياسة أو الديمقرطية يسمونهم بـ"المنافق"، ولهذا يسمون حكومة بنغلاديش بالطاغوت، والأحزاب الإسلامية بالمنافق.

٢- الإيمان بأن الجهاد فرض في جميع الدول المسلمة؛ لأن هذه الدول المسلمة كلها دارالحرب، وحكامها كلهم كفار ومرتدون في نظرهم؛ لأنهم يخضعون للدول اليهودية والنصرانية ولا ينفذون في بلادهم أحكام القرآن، كما أن هؤلاء الحكام المسلمين ينفذون في بلادهم القوانين التي وضعها البشر، وامتثال بعض أحكام القرآن ليس سمة الإسلام حسب فحوى قول الله ﷻ: ﴿ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ﴾ (البقرة: ٢٠٨)، فيعتقدون بأن قتل هؤلاء الحكام والمسلمين المزعومين (في نظرهم) واجب.

(أ) الإيمان العميق بما يدعو إليه.
(بـ) الاتصال الوثيق بمن يدعو إليه.
(جـ) العلم والبصيرة بما يدعو إليه.
(د) العمل بالعلم والاستقامة في السلوك.
(هـ) الوعي الكامل.
(و) الحكمة في الأسلوب.
(ز) التخلق بالخلق الحسن.
(حـ) إحسان الظن بالمسلمين.
(ي) أن يستر على الناس عيوبهم.
(ك) مخالطة الناس حيث تحسن الخلطة واعتزالهم حيث يحسن الاعتزال.
(ل) إنزال الناس منازلهم والاعتراف بالفضل لأهله.
(م) الاتصال مع الدعاة ومشاورتهم.

(وللاطلاع على تفاصيل هذه الأمور يمكنكم مراجعة مؤلفات الشيخ أبي الحسن علي الندوي، وكتاب "ثقافة الداعية" للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وكتاب " المدخل إلى علم الدعوة " للبيانوي.)

ويطيب لي أن أختم رسالتي هذه بحديث روي عن أنس بن مالك ﷺ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تزالُ هذه الأُمَّةُ بخيرٍ ما إذا قالت صدَقَتْ، وإذا حكَمَتْ عدَلَتْ، وإذا استُرْحِمَتْ رحِمَتْ". (رواه الطبراني: ١/ ٢٤٣)

وقال الشاعر العلامة إقبال ﷺ:

"سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا شجاعت کا + لیا جائے گا تجھ سے کام دُنیا کی امامت کا"

(أعد قراءة الدورس في الصدق والعدل والشجاعة ، فستمنح لك إمامة الدنيا.)

أنا أعلم جيدا بأن كثيرا من الناس يسيئني ويهاجم عليّ نفسيا ، ولكني لا أبالي به، فمهما كان الأمر فإني أقول الحق وأبين الواقع.

(ز) اتخاذ المبادرات اللازمة لتسهيل الدراسات العالية لطلاب المدارس الإسلامية القومية في مختلف جامعات العالم العربي والإسلامي، بما في ذلك دار العلوم ديوبند، ودار العلوم ندوة العلماء، وجامعة الأزهر وغيرها.

(حـ) اتخاذ الخطط اللازمة لإعداد طائفة تكرس جهودها على البحوث والدراسات، للحفاظ على استمرارية المساهمات التي قدمها علماؤنا الأسلاف من الهند وعباقرة العالم الإسلامي في مختلف فروع العلوم الإسلامية والمعارف العصرية اللازمة، وتنظيم ندوات ومؤتمرات حول إسلامية المعرفة والمناهج والأدب، والفكر الإسلامي والمواضيع الإسلامية المعاصرة على المستوى الوطني والدولي.

(ط) تدريب الطلاب على فهم الدعوة إلى الله في ضوء القرآن والسنة حسب فحوى قول الله ﷻ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ ﴾ (سورة فصلت : ٣٣)، وقوله تعالى في أية أخرى: ﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾ (سورة النحل: ١٢٥)، وقول الرسول ﷺ: "بلغوا عني ولو آية"، (رواه البخاري)، وقوله ﷺ: في خطبة حجة الوداع: "فليبلغ الشاهد الغائب".

وقد لاحظنا كثيرا أن مدارسنا الإسلامية لا تركز جهودها كثيرا على هذا الجانب المهم، كما لا تركز على التربية والفكر الإسلامي، وقد أصبحت السياسة غير الرشيدة وغير المنطبقة على أسوة الرسول الحبيب ﷺ كل همهم وهدفهم الأول.

وكان المطلوب أن يوزع العلماء على الطوائف التالية:

١- طائفة العلماء الربانيين، ٢- طائفة الفقهاء، ٣- طائفة المحدثين، ٤- طائفة المفسرين، ٥- طائفة الدعاة والمفكرين، ٦- طائفة الأدباء والباحثين والكتاب والمترجمين، مع التخصصات المنشودة. ويجب على العلماء والطلاب على الحد السواء الاعتناء بالتحلي بالصفات الآتية: (حيث يجب عليهم دينيا أن يقوموا بالدعوة إلى الله على بصيرة، إضافة إلى الأهداف المذكورة في الحل والترحال).

إذن، ماذا يجب علينا الآن؟
وماذا يمكن أن تكون خططنا المستقبلية؟
إليكم بعض ما يمكننا فعله في الأيام المقبلة:

(أ) إعادة تنظيم المدارس الإسلامية القومية في بنغلاديش وفقًا للمنهج الفكري والتعلميي لدار العلوم ديوبند، ودار العلوم ندوة العلماء، ودار العلوم كراتشي.

(بـ) العمل على ضوء أساليب السلف الصالحين وأنظمة المدارس المذكورة أعلاها، لتخريج الكوادر من العلماء المؤهلين في بنغلاديش.

(جـ) الاهتمام بإتقان اللغة العربية والبنغالية والإنجليزية، والقيام بتأليف وترجمة الكتب العلمية والدعوية والفكرية والفقهية في اللغة البنغالية، إلى جانب التعمق في العلوم الإسلامية، مع الحصول على القدر الضروري من العلوم والمعارف الحديثة، وتحريض الطلاب على المشاركة في التأليف والدراسة والأنشطة الأكاديمية، مع إبعادهم عن الأنشطة السياسية.

(د) إدراج "دراسات بنغلاديش" في المناهج التعليمية للمدارس القومية حتى يتمكن الطلاب من معرفة التاريخ الصحيح للاستقلال، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يشتمل المنهج الدراسي على بعض الأدبيات المختارة، والكتب المحفزة على التفكير والدعوة لبث الوعي كدروس إضافية.

(هـ) اتخاذ الترتيبات اللازمة لتزكية النفس وتحسين الخلق لدى الطلاب، وتقوية العلاقة مع جماعة التبليغ، وتشجيع الطلاب على الانخراط في عمل الدعوة والتبليغ.

(و) لقد تم الاعتراف بشهادة دورة الحديث بأنها معادلة لمرحلة الماجستير في العربية والدراسات الإسلامية، والآن يجب على طلاب المدارس القومية المطالبة من الحكومة، لتوظيفهم في المساجد النموذجية الحكومية، والبنوك الإسلامية، والمدارس الحكومية، والجامعات بما في ذلك الجامعة الإسلامية العربية وغيرها، والوظائف الحكومية المختلفة.

قيل لي مرارًا وتكرارًا: إنه لا يمكنك المشاركة في الجنازة دون إذن من أمير المؤمنين، فهل هذا من تعليم الإسلام؟ قد كانت لي علاقة عميقة وصادقة مع شيخ الإسلام العلامة أحمد شفيع ﷺ، وأما أنس فهو نجل العلامة أحمد شفيع، مهما كان مجرما، أليس له الحق في الوقوف بجانب سرير والده ويصلي صلاة الجنازة؟ وبقدر ما أعلم فإن العديد من قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية -بمن فيهم عضو البرلمان السابق عن دائرة ساتكانيا- قادوا في تنظيم صلاة الجنازة وحملوا سرير الجنازة، أين ذهب الآلاف من تلاميذ شيخ الإسلام في ذلك الوقت؟ وهل توضحون لي من كان أمير المؤمنين؟ وقد جعلتم نجيب البشر مائج بانداري -صاحب عقيدة منحرفة- صديقا حميما لكم ، أليس هذا عارا على الديوبندية ؟ انظروا ما هو موقفه الآن. هل حدث مثل هذا الواقع منذ تأسيس دار العلوم بديوبند حتى الآن؟

١٣- لا أدري أي صفة من صفات مشائخنا وعلمائنا الكبار توجد في مأمون الحق؟ وما مقدار الأخلاق والكفاءة والعاطفة الدعوية والربانية في شخصيته؟ بدلاً من ذلك، فقد ظهر لنا مؤخرا وجه آخر له، هل يمكن لشخصية إسلامية أو زعيم إسلامي أن يذهب للاستمتاع والترف في فندق ذي نجوم في مثل هذا الوضع السياسي الحساس؟ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير ﷺ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمها كثير من النّاس، من اتقى الشبهات استبأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، فيوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه." (رواه مسلم: ١٥٩٩) هل هذا الحديث لا ينطبق على مأمون الحق؟ هل ما زال يليق باتباعه؟ هل الرجل الذي شوه صورة الديوبندية يصلح لقيادة حفاظت إسلام، مع أنه لا يزال بيننا علماء ربانيون كبار أمثال العلامة محمد سلطان ذوق الندوي، والعلامة المفتي عبد الحليم بخاري، والعلامة محمود الحسن وغيرهم.

١١- لقد تعلمت كل هذه التوجيهات والتعاليم والأعمال التربوية من الشيوخ وكبار العلماء، الذين تلمذت على أيديهم أو استفدت من مجالسهم مباشرة، على رأسهم العلامة السيد أبو الحسن علي الندوي، والشيخ أبرار الحق هردوي، والشيخ محمد الرابع الحسني الندوي، والقاري صديق أحمد باندوي، والشيخ إنعام الحسن الكاندهلوي، والمحدّث الكبير حبيب الرحمن الأعظمي، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة وغيرهم ﷺ جميعا. كما جلست في دروس الشيخ سعيد أحمد بالنبوري في دار العلوم ديوبند، والشيخ يونس في مظاهر العلوم سهارانبور، واستفدت من مجالس الشيخ عبد الوهاب في دار العلوم هاتهزاري، والخطيب الأعظم صديق أحمد في الجامعة الإسلامية فتية، كما تلمذت على الشيخ الحاج يونس، والعلامة المحدث أمير حسين، والشيخ علي أحمد بوالوي، والشيخ نور الإسلام قديم، والشيخ نور الإسلام جديد، والشيخ محمد سلطان ذوق الندوي، والشيخ المفتي عبد الحليم بخاري، ووالدي العلامة فضل الله وغيرهم من كبار العلماء والمشائخ، كما استفدت من مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز في بيته وفي دار الإفتاء بالرياض أياما عديدة، والدكتور يوسف القرضاوي مرات عديدة، وقد استفدت كثيرًا من معرفة القرضاوي وخبرته العميقة، وقد شرفني بزيارة بيتي المتواضع عام ٢٠٠٢م في مدينة شيتاغونغ. ولكن كل هذه التعليمات والتوجيهات لا تنطبق إطلاقا على الأعمال التى صدرت عن المظاهرين مؤخرا. أليس كان واجبا على أولياء المدارس الإسلامية في بنغلاديش أن ينبهوا طلابها على سلبيات مثل هذه المظاهرات وابتعادهم من الأهداف المنشودة التي أنشئت لأجلها هذه المدارس الإسلامية منذ تأسيس دار العلوم ديوبند؟

١٢- هل الشيخ جنيد البابونغري ومولانا مأمون الحق يمثلان الديوبندية حق التمثيل؟ من أعطاهما الحق لتدمير الديوبندية بهذه الطريقة؟ نحن نعلم جيدا كيف وقعت الأحداث غير المتوقعة بعد أشهر قليلة من وفاة العلامة أحمد شفيع ﷺ حتى الآن. وما هي المؤامرات المدبرة تحتها؟ ومن يحيكون الدسائس وراء الستار؟ أما وقائع الاعتداء على شيخ الإسلام العلامة أحمد شفيع ﷺ فهي معلومة لدينا جيدا. ومما يؤسفني جدا بأن رجالا من هذه الفئة لم يسمحوا لي بحضور صلاة الجنازة على شيخ الإسلام، هل هم أعربوا عن ندمهم وأسفهم على هذا الفعل الشنيع؟

وصدر كتيب شامل من البرلمان الوطني يحتوي على التعريف الشامل بدار العلوم ديوبند، ومبادئها الثمانية وسيرة علماءها الأكابر، وما إلى ذلك. وقال الشاعر الشيخ سعدي:

"چو از قومے یکے بیدانشی کرد نہ کہہ را منزلت ماند نہ مہہ را".

٨- ما هو الهدف الرئيسي لمنظمة حفاظت إسلام بنغلاديش؟ ومعظم أعضاء اللجنة المركزية لحفاظت إسلام ينتسبون إلى أحزاب سياسية مختلفة. هل تتذكرون أسماء المفتي عزيز الحق، والخطيب الأعظم صديق أحمد، والمفتي فيض الله، ومولانا عبد الوهاب، والشيخ الحاج يونس ﷺ، وغيرهم من العلماء الأكابر من العلماء المتأخرين الديوبنديين في بنغلاديش؟

٩- إذا كان مجموع سكان بنغلاديش ٢٠٠ مليون، فهل سيكون عدد المشاركين في حركات وفعاليات حفاظت إسلام أكثر من ٢٪؟ هل يمكنكم تشكيل الحكومة بـ٢٪ من السكان؟ ومن هؤلاء ٢٪؟ لا يخفى على أحد أن ٣٠٪ منهم طلاب العلم من دار الأيتام وتحفيظ القرآن، وهؤلاء الأطفال والأيتام أمانة في عاتقنا. هل يجوز لنا شرعا أن ندمر مستقبل هؤلاء الأطفال باسم الحركات؟ هل تريدون أن تحدث ثورة في هذا البلد على غرار ثورة آية الله الخميني في إيران؟ طالعوا سيرة الرسول ﷺ مرة أخرى، واقرؤوا كتاب المغازي والسير، واقرؤوا كتاب "رسول اکرم کی سیاسی زندگی" للدكتور حميد الله، وهل سيسمح أي قانون أو الشريعة بالاعتداء على الأبرياء والمدنيين، وتدمير الممتلكات والمنشآت الحكومية، وإثارة الزعزعة وبث الفوضى استغلالا للوضع؟

١٠- رسولنا ﷺ قدوة حسنة لنا في كل مجالات الحياة، وطريقته في المعيشة وشخصيته وأخلاقه وتعامله مع المسلمين وغير المسلمين واضحة كوضوح الشمس، ماذا سيفكر أعداء الإسلام والمحايدون المحبون للسلام إذا نظروا إلى سلوكنا وأخلاقنا؟ أم إننا نريد أن نبعث في قلوبهم أفكارًا سيئة عن الإسلام؟ وقد قال رسول الله ﷺ: "إنَّما بعثتُ لأتمِّمَ مَكارِمَ الأخلاقِ"، (رواه الإمام مالك في المؤطأ). وقال رسول الله ﷺ: "إنما بُعِثْتُ مُعَلِّمًا"، (رواه ابن ماجة). ماذا كانت تعليمات حكيم الأمة أشرف علي التهانوي ﷺ في هذا الصدد؟ وماذا قال ﷺ عن السياسة؟ لماذا تريدون تدمير المدارس الإسلامية بإرغام طلابها ودفعهم إلى المشاركة في السياسة؟

٥- هل تعرفون هوية "الديوبندية" حق العرفان؟ فقد صرح السيد أبو الحسن علي الندوي ﷺ أثناء خطابه في الاحتفال المئوي لدار العلوم ديوبند في عام ١٩٨٠م قائلا: "إن الديوبندية عبارة عن أربعة عناصر: (أ) التوحيد، (ب) اتباع السنة، (ج) التعلق مع الله، (د) إعلاء كلمة الله". كم عالما من علماء البلاد درسوا تاريخ دار العلوم ديوبند بإمعان وإتقان؟ ومن يطلع على الكتب المذكورة أعلاها؟ إذا طلبتم الفتوى من دار العلوم ديوبند، والعلامة الشيخ تقي العثماني، فهل تجدون الرد الايجابي في تأييد المظاهرات والإضراب؟ إنني على إلمام تام بماهية الديوبندية وحقيقتها، فقد كان جدي من أوائل تلاميذ الشيخ رشيد أحمد الغنغوهي، وكان والدي من أوائل أتباع الشيخ أشرف علي التهانوي ﷺ، وقد بايعا على أيديهم .

٦- ولا ينبغي لأحد أن يفكر أن الحركات الديوبندية التي كانت مستمرة منذ بداية الشاه ولي الله المحدث الدهلوي حتى الآن قد انتهت، وتلطخت قيمة الديوبندية وكرامتها. لا يمكن أن يضيع تاريخ وإنجازات مائتي عام بسبب تصرفات بعض الأشخاص ذوي الفكر العنيف؛ لأن شجرة هذه السلسلة مرتبطة بالشاه ولي الله الدهلوي.

٧- لقد اتُّهمت الديوبندية في هذا البلد من خلال نشاطاتكم الإرهابية، وانحنى رأسي، كنت أتحدث عن الديوبندية لدى فخامة رئيسة الوزراء شيخ حسينة ومسؤولي الحكومة على مدى السنوات السبع الماضية في البرلمان. كيف يمكنني أن أقول شيئا عن الديوبندية في المستقبل؟ ما الذي لم تفعله شيخ حسينة للإسلام في هذه البلاد؟ فقد اتخذت مشروع بناء ٥٦٠ مسجداً نموذجياً قد تم إنجاز عدد مرموق من هذه المساجد، وأنشأت مدارس دار الأرقم الإسلامية بعدد ١٠١٠ وأكثر، وتمت زيادة رواتب المعلمين للمدارس الإسلامية الحكومية، كما زُودوا بأنواع من التسهيلات والمزايا الأخرى، وأسست الجامعة الإسلامية العربية، وتم الاعتراف بشهادة دورة الحديث للمدارس الأهلية في بنغلاديش تحت إشراف الهيئة العليا للجامعات القومية، التابعة لدار العلوم ديوبند في بنغلاديش، المعترف بها لدى الحكومة بمستوى الماجستير في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وغيرها من الأعمال الجبارة والإنجازات العملاقة. هل فعل أحد من دول العالم ما فعلته شيخ حسينة للديوبندية في بنغلاديش؟ أو هل فعل أي حكومة خلال ٥٠ عامًا في تاريخ بنغلاديش؟

وماذا كانت أعمال الأئمة الأسلاف في مثل هذه الظروف؟ وماذا كان منهجهم؟ إذا أردتم أن تعرفوا هذه الأشياء بالتفصيل والإطناب، فعليكم أن تراجعوا كتابَي "رجال الفكر والدعوة في الإسلام" و"سيرة السيد أحمد بن عرفان الشهيد" لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الندوي.

فقد قال الله ﷻ ﴿ وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وفي آية أخرى قال ﷻ: ﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾﴾ [الأنفال: ٦٠].

مَن المخاطَب في هذه الأية التي تبين لنا شروط الجهاد بصيغة الأمر؟ ومن المراد بقوله ﷻ: "عدو الله وعدوكم" ؟ هل هم المسلمون أم الكفار؟ والآية الأولى وإن نزلت في مناسبة خاصة، ولكنها تدل على ألا يخرج الإنسان في سبيل الله بغير عُدة ولا قوة.

٤- اقرؤوا كتاب "المسلمون في الهند" للسيد أبي الحسن علي الندوي، و"تاريخ دار العلوم ديوبند" لعبيد الله الأسعدي، و"سوانح قاسمي" للشيخ مناظر أحسن غيلاني. على من كان الفتوى التاريخي للشاه عبد العزيز؟ ولماذا قام السيد أحمد بن عرفان الشهيد بقيادة حركة الإصلاح؟ وضد من أعلن الجهاد؟ ولماذا كانت حركة "سيباهي" للحاج إمداد الله المهاجر المكي، وحجة الإسلام قاسم النانوتوي، والفقيه المجتهد رشيد أحمد الغنغوهي، وجهادهم في "ميدان شاملي"؟ وماذا كانت خلفية حركة المناديل الحريرية لشيخ الهند محمود الحسن الديوبندي وتلميذه شيخ الإسلام حسين أحمد المدني ﷺ؟ وضد من؟ هل كانت هذه الأعمال الجهادية والحركات ضد المسلمين أم ضد الإنجليز؟ هل شارك فيها طلاب المدارس الإسلامية، وطلاب العلم من دار الأيتام وتحفيظ القرآن، أم شارك فيها العلماء وعامة الناس فقط؟

كذلك أفيدكم علما بأن المؤسسات التعليمية الإسلامية في الـهند وخدماتها العلمية والدينية إذا قورنت مع جميع الدول المسلمة، فإنها تفوقها بكثير ويكون ميزانها أثقل من ميزان الدول المسلمة، كما أن المسلمين الـهنود يتمتعون بحرية أكثر في ممارسة الأعمال الإسلامية مما في الدول الأخرى، ونحن شهود عين عليها، أما الوقائع الشاذة فهي كالمعدوم. إذن، لماذا أثيرت القضية الآن في مثل هذا الوقت الحساس؟ وقد أخرجت "قضية ٢٦ آية" من المحكمة الـهندية، فماذا سيكون موقف حفاظت إسلام الآن من هذه القضية؟ يقيم ١٦٠ مليون مسلم في بنغلاديش وأكثر من ٢٥٠ مليونا في الـهند، فهل يجدر بالمسلمين في بنغلاديش أن يقوموا بعملية تفضي إلى القضاء على المسلمين في الـهند، وتلقي مئات المدارس الإسلامية والتراث الإسلامي فيها إلى التهديد والتهلكة؟ وقد ذكر المؤرخون أن علماء الـهند سبقوا العرب وعلماء ما وراء النهر في العلوم والمعارف الإسلامية، حيث قال العلامة القاري محمد طيب ﷺ المدير الأسبق لدار العلوم ديوبند وحفيد حجة الإسلام الشيخ قاسم النانوتوي ﷺ:"إن القرآن الكريم نزل في جزيرة العرب، وقُرِئ في مصر، وفُهم في الـهند". كان بإمكان قادة حفاظت إسلام أن يطلبوا من فخامة رئيس الوزراء السيد مودي عن طريق فخامة رئيسة الوزراء شيخ حسينة بعض المطالب المهمة، مثلًا:

(أ) تسهيل التأشيرات التعليمية لطلاب المدارس القومية بشكل قانوني، ليتمكنوا من مواصلة الدراسات العليا في دار العلوم ديوبند أو دار العلوم ندوة العلماء بالـهند، وكنا قد بدأنا بعض المبادرات في هذا المجال في السنوات الماضية.

(ب) عقد المؤتمرات الإسلامية الهادفة في البلدين.

(جـ) تيسير رحلات العلماء فيها بكل حرية، وما إلى ذلك من المطالب.

٣- ما هو الجهاد؟ ومن يُعلن عن الجهاد؟ هل يقتضي الوضع الحالي في بنغلاديش الجهاد فيها ؟ وهل يكون ضد المسلمين؟ ومن هم؟ ماذا كان منهج الإمام أحمد بن حنبل، والإمام ابن تيمية، والإمام أبي حنيفة في إصلاح المجتمع؟ وماذا كان موقفهم إذ رأوا المنكرات حسب فحوى حديث الرسول ﷺ: "من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان "(رواه مسلم).

رسالة متواضعة إلى علماء المدارس القومية في بنغلاديش

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد،
انطلاقا من حديث الرسول ﷺ: "الدين النصيحة"، قمت بإعداد مقال مهم حول المظاهرات العنيفة التي حدثت في بنغلاديش مؤخرا، فأود أن أقدمه كرسالة إلى العلماء الكرام بعد طباعته، وكتبته على أساس النقاط، فأرجو قراءتهم له بسعة القلب ورحابة الصدر.

١- لقد قامت منظمة "حفاظت إسلام بنغلاديش" في اليومين السادس والعشرين والسابع والعشرين (٢٦ و٢٧) من مارس بمظاهرات واحتجاجات عنيفة، معترضة على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبنغلاديش، للمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي للاستقلال كضيف مدعو للدولة، فهل كان لهذه الحركات والمظاهرات هدف منشود وغاية محددة؟ وما مشروعية مثل هذه الحركات والإضرابات في نظر الإسلام؟ فإنكار الديمقراطية من جهة، والقيام بالإضرابات والحركات العنيفة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الديمقراطية من جهة أخرى، أليس هذا تعارضا وتضادا في الفكر والعمل؟ ألم تجد المنظمة -للحركات والاحتجاجات- غير يوم احتفالات اليوبيل الذهبي لاستقلال بنغلاديش؟ فهذا أمرمؤسف للغاية. وإضافة إلى ذلك فإن هذه المظاهرات والأعمال العنيفة حدثت في الوقت الذي أصيبت الإنسانية جمعاء بالوباء، والآفة السماوية، والجائحة، رغم أن المطلوب من الأمة والواجب عليها كان الإنابة إلى الله، والتوبة، والإكثار من الأذكار وصلوات الحاجة.

٢- لماذا يمنع ناريندرا مودي من زيارة بنغلاديش؟ هل هو مُنع من السفر إلى ٥٧ دولة مسلمة تحت منظمة التعاون الإسلامي أم يمنع من السفر إلى بنغلاديش فقط؟ ولماذا؟ أما ما جرى في الهند من الاعتداءات والأعمال ضد المسلمين حسب ما تقولون، فإنها ليست لها أي صلة بحكومة بنغلاديش، ولا يحق لبنغلاديش أن تتدخل في شؤونها الداخلية، والواجب على المسلمين أن يعملوا حسب فحوى حديث الرسول ﷺ: "وإن لم يستطع فبقلبه".

رسالة متواضعة إلى علماء المدارس القومية في بنغلاديش

إعداد : الأستاذ الدكتور

ابو الرّضاء محمّد نظام الدّين الندوي

عضو البرلمان الوطني وعضو وقفية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ببنغلاديش
عضو اللجنة البرلمانية الدائمة لوزارة الصناعة، بنغلاديش
عضو لجنة الصداقة البرلمانية -المملكة العربية السعودية وبنغلاديش
رئيس مجلس الأمناء للجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ ، بنغلاديش

arnadwibd@yahoo.com www.aburezanadwi.com aburezanadwimpctg15

رسالة متواضعة إلى علماء المدارس القومية في بنغلاديش

إعداد : الأستاذ الدكتور

ابو الرّضاء محمّد نظام الدّين الندوي

عضو البرلمان الوطني وعضو وقفية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ببنغلاديش
عضو اللجنة البرلمانية الدائمة لوزارة الصناعة، بنغلاديش
عضو لجنة الصداقة البرلمانية -المملكة العربية السعودية وبنغلاديش
رئيس مجلس الأمناء للجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ ، بنغلاديش